সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়

১.০ ভূমিকা

১.১ বাংলাদেশ বিগত এক দশকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখ্যযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। তবে, এটা সত্য যে, উন্নয়নশীল দেশসমূহে অর্থনৈতিক উন্নয়ন স্বাভাবিক নিয়মেই ধনী গরীবের মাঝে একটা ব্যবধান সৃষ্টি করে। এ কারণে অর্থনৈতিক অগ্রগতির মূল স্রোতধারায় সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করা বাংলাদেশের মত যে কোন বিকাশমান অর্থনীতির জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ উত্তরণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর ক্ষেত্র ও পরিধি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করেছে। বর্তমান সরকার মনে করে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি (Inclusive growth) দারিদ্র্য নিরসনের একটি কার্যকর উপায় । আর সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনের একটি অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ। সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদে - 'সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার , অর্থাৎ বেকারত্ব , ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য , মাতৃ-পিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্বাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য লাভের অধিকার ' বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এছাড়া, প্রস্তাবিত ' National Social Security Strategy (NSSS)', প্রেক্ষিত পরিকল্পনা এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসহ অন্যান্য দলিলে সমাজের অবহেলিত অংশ বিশেষ করে বৃদ্ধ, ক্ষুদ্র-জাতিগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং বিপদাপন্ন নারী ও শিশুর প্রয়োজনে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি জোরদার করার ওপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে।

১.২ সরকার সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের আওতা ও ভাতার পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করেছে এবং প্রতি বছর পর্যায়ক্রমে তা বৃদ্ধি করা হচ্ছে । বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীকে মূলতঃ ৪টি স্তরে বিন্যস্ত করে দারিদ্র্য নিরসনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে: ক) বিশেষ বিশেষ ভাতা প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য মোকাবেলায় অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা সৃষ্টি; খ) ক্ষুদ্রঋণ বা তহবিল প্রদানের মাধ্যমে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর আত্ম-কর্মসংস্থান বা কর্মসৃজন; গ) বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে খাদ্য সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে হতদরিদ্রের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং ঘ) শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য মোকাবেলায় অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামর্থ সৃষ্টি করা। এতে, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই নারী প্রাধান্য পাবে।

১.৩ অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি (Inclusive Growth) অর্জনের বিভিন্ন নীতি-কৌশলের কারণে বাংলাদেশে দারিদ্র্য কমে এসেছে উল্লেখযোগ্য হারে। এখন প্রয়োজন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির দ্বৈততা পরিহার করে একে আরো লক্ষ্যভিত্তিক করা; আমাদের সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা । লক্ষ্যণীয় যে, ইতোমধ্যে সামাজিক নিরাপত্তা বলয় কর্মসূচির সার্বিক তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি কাজ করে যাচ্ছে। National Social Security Strategy (NSSS) প্রণয়নের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির উপকারভোগী সঠিক ও কার্যকরভাবে বাছাইয়ের লক্ষ্যে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টার (National Population Register) এর সাথে অতি দরিদ্রদের তালিকা (Hard Core Poor Listing) তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ ছাড়া, অর্থ বিভাগ থেকে DFID এর অর্থায়নে 'Strengthening Public Financial Management for Social Protection' নামক প্রকল্পের কাজ শীঘ্রই শুরু করা হবে। এ সব কার্যক্রমের ফলে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি আরও শক্তিশালীসহ নারীদের অধিকারের হিস্যা বৃদ্ধি পাবে।

১.৪ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় মূলতঃ ধর্ম, বর্ণ ও লিঙ্গ নির্বিশেষে সমাজের অবহেলিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠী নিয়ে কাজ করে থাকে। তবে , সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের প্রায় প্রতিটি কর্মকাণ্ডে নারীরা তুলনামূলকভাবে বেশী গুরুত্ব পেয়ে থাকে । এছাড়া, প্রতিবন্ধী কন্যা শিশুর অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রচার-প্রচারণা, অটিজম সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী কন্যা শিশু বান্ধব অবকাঠামো নির্মাণ, অনগ্রসর কন্যা শিশুর সুরক্ষার লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে আবাসন সুবিধা সম্প্রসারণ, পিতা মাতাহীন এবং সামাজিক অনাচারের শিকার কন্যা শিশুদের নিরাপত্তা প্রদান কাজে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

২.০ মন্ত্রণালয়ের প্রধান কার্যাবলি

- ❖ সমাজকল্যাণ সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- ❖ সমাজের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন;
- ❖ স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিবন্ধন ও সহায়তা প্রদান;
- ❖ এতিম, দুস্থ, অসহায় শিশুদের প্রতিপালন, শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন;
- ❖ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন;
- ❖ ভবঘুরে, কিশোর অপরাধী ও সামাজিক অপরাধপ্রবণ ব্যক্তি দের উন্নয়ন, অবক্ষেণ (প্রবেশন) ও অন্যান্য আফটার কেয়ার সার্ভিস বাস্তবায়ন।

৩.০ মন্ত্রণালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্য ও নারী উন্নয়নে এর প্রাসঙ্গিকতা

আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে সাম্যতার বিধান: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে র আওতাধীনে পরিচালিত সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণের ৩টি কার্যক্রমে শতকরা ৫০ ভাগ এবং ১টি কার্যক্রমে ১০০ ভাগ নারীর অন্তর্ভুক্তি বাধ্যতামূলক থাকায় বার্ষিক গড়ে ১. ৩৬ লক্ষ নারীর ক্ষমতায়ন, সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি, আত্মকর্মসংস্থান, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি, আয়বর্ধক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, নিজস্ব পুঁজি এবং সরকারি সম্পদ ও সেবা লাভের সুযোগ সৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখছে। সুবিধাবঞ্চিত বালিকা শিশুদের কল্যাণ ও পুনর্বাসনে অগ্রাধিকার দেয়ার ফলে বার্ষিক গড়ে সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৮ হাজার ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৫ হাজার ৯ শত কন্যা শিশুর সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত ও প্রশিক্ষিত মানবসম্পদ হি সেবে তারা আত্মকর্মসংস্থান বা চাক রির মাধ্যমে সমাজে পুনঃএকত্রিত হবে। এ সকল কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী নারীর অন্তর্ভুক্তিতে অগ্রাধিকার থাকায় তা তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি ও নিরাপদ বাসস্থান নিশ্চিত করবে, ফলে তাদের সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের সম্ভাব্য ক্ষতি ও ঝুঁকি হ্রাস পাবে।

সমস্যাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক সুরক্ষা : স্বামী পরিত্যক্তা ও দুঃস্থ মহিলা ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে শতভাগ এবং বয়স্কভাতা ও প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে শতকরা ন্যূনতম ৫০ ভাগ নারীর অ ন্তর্ভুক্তি বাধ্যতামূলক থাকায় ২৫.৩২ লক্ষ নারীর সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। ফলে নারীর সামাজিক মর্যাদা ও ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পাবে এবং দারিদ্র্য ঝুঁকি হ্রাস পাবে। বয়স্ক, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা ও দুঃস্থ মহিলা এবং প্রতিবন্ধী নারীদের বাসস্থান, পরিধেয়, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, চিকিৎসা প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সাথে নারী-পু রুষ উভয়ই সম্পর্কযুক্ত বিধায় সং শ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের মাধ্যমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নারী উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ নারীর ক্ষমতায়ন, বিভিন্ন ফোরামে নারীর অংশগ্রহণ, নারীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি, নারীর আইনী সহায়তা,

নারীর সরকারি সম্পদ ও সেবা লাভ, ন্যায় বিচার প্রাপ্তি, নারী নির্যাতন হ্রাস, বাল্যবিবাহ রোধ ও যৌতুক প্রথা হ্রাসে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

সামাজিক ন্যায় বিচার ও পুনঃএকত্রীকরণ: আইনের সংস্পর্শে আসা মেয়ে শিশু ও নারীদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণের সাথে সাথে তাদের সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও সম্ভাব্য ক্ষতি ও ঝুঁকি হ্রাসকরণের লক্ষ্যে নিরাপদ আশ্রয় ও ভরণ পোষণ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। ফলে নারীর উপর সহিংসতা ও নির্যাতন হ্রাস পাবে ও বার্ষিক গড়ে ৪ হাজার ৮০০ জন নারী উপকৃত হবে। বার্ষিক গড়ে ৬০০ জন সামাজিক-প্রতিবন্ধী নারীর প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম এবং ৩৫৫ নারী-কিশোরী নিরাপদ হেফাজতীদের আবাসন কার্যক্রমের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান, পুনর্বাসন, আইনী সহায়তা ও ন্যায় বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হবে। হাসপাতালে চিকিৎসা সহায়তা সুবিধাভোগীদের মধ্যে ৫০ ভাগ নারী, যা নারীর সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। গর্ভবতী, দরিদ্র নারী ও শিশুদের চিকিৎসা সহায়তা ও পুনর্বাসনে অগ্রাধিকার থাকায় তা নারীর সম্ভাব্য ক্ষতি ও ঝুঁকি হ্রাসে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। বেসরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদানকৃত রোগীর মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ দুঃস্থ ও প্রতিবন্ধী নারীকে অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা হবে।

৪.০ নারী র অগ্রগতি ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা

৪.১ জি.ডি.পি.'র প্রবৃদ্ধি দেশের সকল জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নের একমাত্র সূচক নয়। আগেই বলা হয়েছে অর্থনৈতিক উন্নয়ন স্বাভাবিক নিয়মেই সমাজে ধনী-গরীবের মাঝে একটা ব্যবধান সৃষ্টি করে। এছাড়া , দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সামাজিক কারণে ব্যক্তি বা পরিবার সামাজে এবং শ্রমবাজারে অংশগ্রহণের সামর্থ (capability) হারিয়ে দারিদ্র্যে নিপতিত হতে পারে। যেহেতু আমাদের সমাজে নারীরা পুরুষের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছেন এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে তাঁরা অধিকতর দরিদ্র, সেহেতু শারীরিক ও মানসিক বিকাশের উপকরণ লাভের ক্ষেত্রে শুধু সমতা (equality) বিধান করাই যথেষ্ট নয় বরং সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশ হিসেবে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমে নারীকে প্রাধান্য দেয়া প্রয়োজন । প্রয়োজন এমন একটি সমাজ বিনির্মাণের যেখানে নারী তার সক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হবে। সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সমাজ তথা অর্থনীতির মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে।

৪.২ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কার্যপ্রণালী সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG), সার্বজনীন মানবাধিকার সনদ ১৯৪৮, শিশু অধিকার সনদ ১৯৮৯, সবার জন্য শিক্ষার সার্বজনীন ঘোষণা ১৯৯০, জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সনদ ২০০৬, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, প্রে ক্ষিত পরিকল্পনা-২০২১, জাতীয় সমাজ কল্যাণ নীতি ২০০৫, প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা ১৯৯৫, জাতীয় শিশু নীতি ২০১১, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১, সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে ঘোষিত ' হতদরিদ্রের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বিস্তৃত করা', 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩', ও 'নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩ ' 'শিশু আইন ২০১৩', 'ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন, ২০১১', 'কারাগারে আটক সাজাপ্রাপ্ত নারীদের বিশেষ সুবিধা আইন, ২০০৬', 'স্বেচ্ছাসেবী সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠান (রেজিস্ট্রেশন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৬১', 'দ্যা প্রবেশন অব অফেন্ডার্স অধ্যাদেশ, ১৯৬০', 'এতিমখানা এবং বিধবা সদন আইন, ১৯৪৪' দ্বারা পরিচালিত হয়। এ সকল আইন ও নীতিমালায় মহিলাদের অধিকারের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪.৩ **সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় পরিচালিত সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমে নারী সুবিধাভোগীর সংখ্যা:** নীচের সারণীতে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন কর্মসূচিতে নারী সুবিধাভোগীর সংখ্যা দেয়া হয়েছে।

লক্ষ্যণীয় যে, প্রায় সকল ক্ষেত্রেই এ সব ভাতা কার্যক্রমের নীতিমালায় নারী ও পুরুষের সমান হিস্যা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে, নারী উপকারভোগীর সংখ্যা পুরুষের তুলনায় কম হলেও তা পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতেনারী-পুরুষ বিভাজনের শতকরা হার (২০১৪-১৫)

ক্রমিক নং	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির নাম	মোট উপকারভোগীর সংখ্যা	নারী সুবিধাভোগীর সংখ্যা
১	বয়স্ক ভাতা	২৭,২২,৫০০	১৩,২২,৮৬৩
২	দুস্থ তালাকপ্রাপ্তা-স্বামী পরিত্যক্তা ও বিধবা মহিলাদের সহায়তা	১০,১২,০০০	১০,১২,০০০
৩	অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতা	৪,০০,০০০	১,৬৮,০০০
৪	প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি	৫০,০০০	২২,০০০
৫	এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন তহবিল	৯০,৮৮৭	২৫,৮৮৯
৬	হিজড়া, দলিত, হরিজন ও বেদে সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়ন	১৮,০২৫	নারী-৭,৩৩৫ হিজড়া-৩,৩৪৯

৪.৪ **বর্তমান বাজেটের অগ্রাধিকার এবং এর সাথে নারী অগ্রগতি ও অধিকার প্রতিষ্ঠার সম্পর্ক :** সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় অতিদরিদ্র, সামাজিকভাবে অনগ্রসর নারী, শিশু এবং শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রতিবন্ধীদের জীবনমান উন্নয় নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ মন্ত্রণালয়ের প্রায় প্রতিটি কার্যক্রমে নারীর হিস্যা সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। ফলে তা নারীর অবস্থান উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। বিশেষত সামাজিক নিরাপত্তা বলয় সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য নিরস নের মাধ্যমে এ মন্ত্রণালয় নারীর সামাজিক-অর্থনৈতিক বুনিয়াদ মজবুত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

৫.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকার ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ এবং নারী উন্নয়নে এর প্রভাব

ক্রমিক নং	অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয় খাত/ কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
১	২	৩
১.	সামাজিক সুরক্ষা	❖ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নিম্নোক্ত কার্যক্রমের আওতায় একটি কার্যকর সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। যেমন, জনপ্রতি মাসিক ৪০০ টাকা হারে ২৭.২২ লক্ষ ব্যক্তিকে বয়স্কভাতা , ১০.১২ লক্ষ জন বিধবা , স্বামী পরিত্যক্তা ও দুস্থ মহিলাকে ভাতা এবং জনপ্রতি মাসিক ৫০০ টাকা হারে ৪.০০ লক্ষ ব্যক্তিকে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, ১৮.০২ হাজার হিজড়া, দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীকে ভাতা, প্রশিক্ষণ ও উপবৃত্তি প্রদান। ❖ বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা ও দুস্থ মহিলা ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে শতভাগ এবং বয়স্কভাতা , প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে এবং দলিত, হরিজন, বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচিতে শতকরা ন্যূনতম ৫০ ভাগ নারীর অর্ন্তভুক্তি বাধ্যতা মূলক থাকায় ২৫.৩২ লক্ষ নারীর সামাজিক নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিশ্চিত হবে। ফলে নারীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি এবং ক্ষমতায়ন হবে। এছাড়া,দারিদ্র্য ঝুঁকি হ্রাস পাবে।
২.	সেবামূলক সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ	❖ দেশব্যাপী গ্রাম ও শহর এলাকার দরিদ্র কর্মক্ষম ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠিত করে

ক্রমিক নং	অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয় খাত/ কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
১	২	৩
	কার্যক্রম	তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদানপূর্বক দক্ষ জনশক্তি হিসেবে সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণ ও দারিদ্র্য হ্রাসে এ কার্যক্রম বিশেষ ভূমিকা রাখবে। ❖ সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণের ৩টি কার্যক্রমে শতকরা ৫০ ভাগ এবং ১টি কার্যক্রমে ১০০ ভাগ নারীর অন্তর্ভুক্তি বাধ্যতামূলক থাকায় তা বার্ষিক গড়ে ১. ৩৬ লক্ষ নারীর ক্ষমতায়ন, সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি, আত্মকর্মসংস্থান, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি, আয়বর্ধক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, নিজস্ব পুঁজি এবং সরকারি সম্পদ ও সেবা লাভের সুযোগ সৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখবে।
৩.	সরকারি ব্যবস্থাপনায় এতিম, দুস্থ ও অসহায় শিশু সুরক্ষা	❖ এতিম, দুস্থ ও অসহায় শিশুদের সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তাদের আবাসন, খাদ্য, পরিধেয়, শিক্ষা, চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার মাধ্যমে সমাজের এ বিপন্নতম অংশের অধিকার সুরক্ষিত হবে। ❖ সুবিধাবঞ্চিত বালিকা শিশুদের কল্যাণ ও পুনর্বাসনে অগ্রাধিকার দেয়ার ফলে বার্ষিক গড়ে সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৮ হাজার ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৪ হাজার ৯ শত বালিকা শিশুর সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত হবে। প্রশিক্ষিত মানবসম্পদ হিসেবে তারা আত্মকর্মসংস্থান বা চাকরির মাধ্যমে সমাজে পুনঃএকত্রিত হবে । এ সকল কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী নারীর অন্তর্ভুক্তি অগ্রাধিকার থাকায় তা তাদের শিক্ষা , স্বাস্থ্য, প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি ও নিরাপদ বাসস্থান নিশ্চিত হবে। তাদের সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে এবং সম্ভাব্য ক্ষতি ও ঝুঁকি হ্রাস পাবে।
৪.	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও সেবা প্রদান	❖ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিশেষ চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে আবাসন সুবিধা প্রদান, বিশেষ ব্যবস্থাপনায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সহায়ক উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে তাদের দক্ষ জনশক্তি হিসেবে সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করা হবে। ❖ এ সকল কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী নারী কে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। ফলে তা তাদের শিক্ষা , স্বাস্থ্য, প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি ও নিরাপদ বাসস্থান নিশ্চিত হবে ; তাদের সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের সম্ভাব্য ক্ষতি ও ঝুঁকি হ্রাস পাবে।

৬.০ মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটে নারী উন্নয়নে ব্যয়

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০১৪-১৫			সংশোধিত ২০১৩-১৪			বাজেট ২০১৩-১৪		
	বাজেট	নারীর হিস্যা		সংশোধিত	নারীর হিস্যা		বাজেট	নারীর হিস্যা	
		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার
মোট বাজেট									
মন্ত্রণালয়ের বাজেট									
উন্নয়ন বাজেট									
অনুন্নয়ন বাজেট									

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০১৪-১৫	সংশোধিত ২০১৩-১৪	বাজেট ২০১৩-১৪

	বাজেট	নারীর হিস্যা		সংশোধিত	নারীর হিস্যা		বাজেট	নারীর হিস্যা	
		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার
মোট বাজেট	৪,১৫,৩০৮	৭৮,২৯৬	১৮.৮৫	৩,৬৮,৮৪২	৬৯,৭৭৭	১৮.৯২	৩,৮২,৩৪০	৭০,৮৩৬	১৮.৫৩
মন্ত্রণালয়ের বাজেট	৩,২৫৮	১,৩৩৮	৪১.০৭	২,৭৯৩	১,১১৯	৪০.০৬	২,৯০৫	১,১৬৭	৪০.১৭
উন্নয়ন বাজেট	২০০	১০৯	৫৪.৫	১০০	৫২	৫২	১৯১	৯৫	৪৯.৭৪
অনুন্নয়ন বাজেট	৩,০৫৭	১,২২৮	৪০.১৭	২,৬৯৩	১,০৬৭	৩৯.৬২	২,৭১৪	১,০৭২	৩৯.৫

সূত্রঃ আর.সি.জি.পি. ডাটাবেইজ

৭.০ গত তিন বছরে নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়ের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (K.P.I.) সমূহের অর্জন

ক্রমিক নং	কর্মকৃতি নির্দেশক	পরিমাপের একক	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
			প্রকৃত	প্রকৃত	লক্ষ্যমাত্রা
১.	বয়স্ক ভাতা'য় নারী সুবিধাভোগীর হার	%	৪৮.৫৮	৪৮.৭১	৪৮.৫৯
২.	সেবামূলক সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে নারী সুবিধাভোগীর হার	%	৫২.০০	৫৫.৫১	৫৮.৬১

৮.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়ের সাফল্যসমূহ

৮.১ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ২৭.২২ লক্ষ ব্যক্তিকে বয়স্কভাতা , ১০.১২ লক্ষ জন বিধবা ,স্বামী পরিত্যক্তা ও দুস্থ মহিলাকে ভাতা এবং ৪.০০ লক্ষ ব্যক্তিকে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদানের মাধ্যমে একটি কার্যকর সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। বিধবা ,স্বামী পরিত্যক্তা ও দুস্থ মহিলা ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে শতভাগ এবং বয়স্কভাতা ও প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৫০ ভাগ নারীর অর্ন্তভুক্তি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এ ছাড়া, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মাধ্যমে মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে চামড়ার জিনিসপত্র তৈরী, প্রিন্টিং, ফুল তৈরী, উল বুনন, পুতুল তৈরী, দর্জি বিজ্ঞান, এমব্রয়ডারী, বাঁশ ও বেতের কাজসহ বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। এ মন্ত্রণালয়ের অধিনস্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে এ পর্যন্ত ১৭,৪৭০ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ পেয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারীরা ঘরে বসেই সাংসারিক সকল দায়িত্ব পালনের পাশাপশি নিজ নিজ পরিবারকে আর্থিকভাবে সহায়তা করছেন।

৮.২ 'ক্ষুদ্রঋণের সহায়তা, কহিনূরের সচ্ছলতা'-একজন নারীর সাফল্যগাঁথা

ঢাকার অদূরে মুগদা থানার বড়পাড়া গ্রামের লিটন গোয়ালের স্ত্রী কহিনূর বেগম সফল উদ্যোক্তা হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। কিন্তু নিজেদের ছিল না কোন গোয়াল, ছিলনা কোন গাভী। কহিনূরের স্বামী গ্রামের অবস্থা সম্পন্ন গোয়ালাদের নিকট থেকে প্রতিদিন দুধ কিনে নিজে বাড়ী বাড়ী বিক্রি করে যা আয় করতেন তা দিয়েই কোনভাবে তাদের সংসার চলত। সন্তান স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর তাদের সংসারের খরচ বেড়ে যায়। স্বামীর সামান্য আয়ে সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়ে কহিনূরের। কহিনূর সংসারের আয় বাড়ানোর জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়ে।

এমতাবস্থায়, কহিনূর ২০১০ সালে পল্লী সমাজসেবা কর্মদলের সদস্য হন। তিনি প্রথমবারের মতো মাত্র ৫০০০ টাকা সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে নিজস্ব জমানো টাকাসহ একটি বকনা বাছুর কেনেন। এক বছরে ঋণের কিস্তি নিয়মিত পরিশোধ করায় কহিনূর দ্বিতীয় বার ১০,০০০ টাকা এবং তৃতীয়বার ২৫,০০০ টাকা ঋণ পান। বর্তমানে (২০১৫) তিনি তিনটি দুধেল গাভী আর চারটি বাছুরের গর্বিত মালিক । তার স্বামীকে আজ অন্যের গরুর দুধ বিক্রি করতে হয়না। স্বামী-স্ত্রীর সফল প্রচেষ্টায় কহিনূরের পরিবার আজ স্বচ্ছল। সন্তানের শিক্ষার জন্য এখন কোন দুশ্চিন্তা নেই। কহিনূর আজ সফল উদ্যোক্তা।

৯.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ

- ❖ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মসূচিতে পর্যায়ক্রমে মহিলাদের হিস্যা ৫০ শতাংশে উন্নীত করা;
- ❖ শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী এবং কন্যা শিশুর প্রয়োজন বিবেচনা করা হচ্ছে কিনা সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় তা নিশ্চিত করার উদ্যোগ চলমান রাখা;
- ❖ জাতীয় প্রবী ণ নীতিমালার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারি হাসপাতালে প্রবী ণ কর্ণার চালুর উদ্যোগ গ্রহণ এবং উক্ত প্রবীণ কর্ণারে নারীদের বিশেষ সুবিধা সংযোজন;
- ❖ পিতৃমাতৃহীন ও সামাজিক অনাচারের শিকার কন্যা শিশুদের নিরাপত্তা প্রদানের আওতা সম্প্রসারণ করা;

- ❖ এছাড়া, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রতিটি কার্যক্রমকে নারী বান্ধব করার বিষয়ে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগ চলমান রাখা।